সূচীপত্র

ভূমিকা..... ১১

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত

পরিচিতি..... ১৩

শান্তি ও বঙ্গবন্ধু... ১৪

স্বদেশ প্রেম ও বঙ্গবন্ধু ২১

ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৩১

ক্ষমানীতি ও বঙ্গবন্ধু ৩৭

স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু ৪৫

কল্যাণময়ী স্বপ্ন ও বঙ্গবন্ধু ৫৯

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রত্যাশা/ স্বপ্ন ৬৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শেষ দিন . ৬৫

ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু..... ৬৭

ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা ৬৯

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৭০

ফাউন্ডেশনের গৃহীত কার্যক্রম.... ৭১

ইসলামিক মিশন ৭২

প্রকাশনা বিভাগ ৭২

গবেষণা বিভাগ ৭৩

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ৭৪

ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প ৭৫

দ্বীনি দাওয়াত ও সাংস্কৃতি বিভাগ ৭৫

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ৭৫

ইসলামী ফাউন্ডেশন ছাপাখানা ৭৭

যাকাত বোর্ড গঠন ৭৭

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ৭৯
মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ৭৯
বিশ্ব এজতেমার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮১
ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি ৮৩
সংস্কৃতির ধর্মীয় ভিতকে মজবুতকরণ ৮৩
বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ইমেজ গঠন ৮৩
অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা ৮৪
ইসলামী সমাজ গঠন ৮৪
সমবায় গঠন ৮৫
দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ী বঙ্গবন্ধু ৯০
প্রশস্ত হৃদয় ও বঙ্গবন্ধু ১০৩
বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র উপস্থাপনকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১০৯
ডেভিড ফ্রস্টের নেয়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাক্ষাতকার ১৩০
ইতিবাচক চিন্তাধারা ও বঙ্গবন্ধু ১৪৩
তথ্যপুঞ্জি ১৫৮

ভূমিকা ঃ

মহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিফাতি বা গুণবাচক নাম হচ্ছে "রব্বুল আলামীন" সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি সেক্টর তিনিই পরিচালনা করেন। তবে বিশেষ ক্ষমতা হাতে রেখে বাকী ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে নিজের আওতায় নিয়ে পরক্ষভাবে (Disentralization) অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণ করে দিয়েছেন। যেমন-

- জিবরাঈল (আঃ) কে রিযিক অর্থাৎ গোটা সৃষ্টিজীবের খানা-দানার দায়িত্ব প্রদান করেছেন।
- হযরত মিকাঈল (আঃ) কে মেঘ-বৃষ্টি, আলো-বাতাস, ঝড়-তুফান ইত্যাদি দায়িত্ব প্রদান করেছেন।
- হযরত ঈসরাফিল (আঃ) কে সিংগায় ফুক দেয়ার জন্য তাঁর আদেশের অপেক্ষায় রেখেছেন।
- হযরত আজরাঈল (আঃ) কে গোটা বিশ্ববাসীর জান কবজ করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

এমনিভাবে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করে গোটা মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য আম্বিয়া (আঃ) কে প্রেরণ করেছেন। ঠিক এমনিভাবে মহান আল্লাহ হচ্ছেন "আহকামুল হাকিমিন" অর্থাৎ সমস্ত বিচারকের বিচারক, সমস্ত বাদশার বাদশা, রাজাধিরাজ। কুরআন বলে, আল্লাহ সমস্ত বিচারকের বিচারক।[১] কিন্তু দুনিয়ার সাময়িক সময়ের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্যে থেকেই শাসক বিচারক বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে থাকেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে আছেঃ বলুন, হে আল্লাহ তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান কর

শান্তি ও বঙ্গবন্ধু ঃ

ইসলাম গোটা জগতের সামনে যে রূপ তুলে ধরেছে তার একদিকে আছে সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের রূপ[৬]। পৃথিবী বৌদ্ধ ধর্ম কিংবা খৃষ্ট ধর্ম যে আদর্শ প্রচার করেছে, সেখানে প্রত্যাঘাতের কোন আদেশ নেই। বুদ্ধ বলেছেন অহিংসা পরম ধর্ম। যীশুও তাই বলেছেন। হিংসা করতে নিষেধ করেছেন। তোমার এক গন্ডে আঘাত করলে অন্য গন্ড এগিয়ে দাও। কিন্তু প্রত্যাঘাত করো না[৭]। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা বৌদ্ধ কিংবা খ্রীষ্ট ধর্মের আদর্শের শিক্ষা নয় এ ক্ষেত্রে ইসলামও শান্তি চায়[৮]।

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর নিজের চরিত্রে আমরা এ রূপের প্রকাশ দেখি। বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে জানার জন্য এ ব্যাখ্যা দিতে পারি। তবে মনে রাখা দরকার ইসলাম সহিষ্ণুতার ধর্ম এবং কুরআন শরীফে অনেক বার বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে মহান আল্লাহ আছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অপরিমিত পুরস্কার"[৯]।

---

৬. The holy Bible, King James Version Amirican Bible society.

৭. শ্রী শ্রী মদ্ভগবতগীতা

৮. The holy Bible, King James Version Amirican Bible society.

৯. ধর্মপুস্তক (পাকিস্তানে বাইবেল সোসাইটি) ঢাকা।

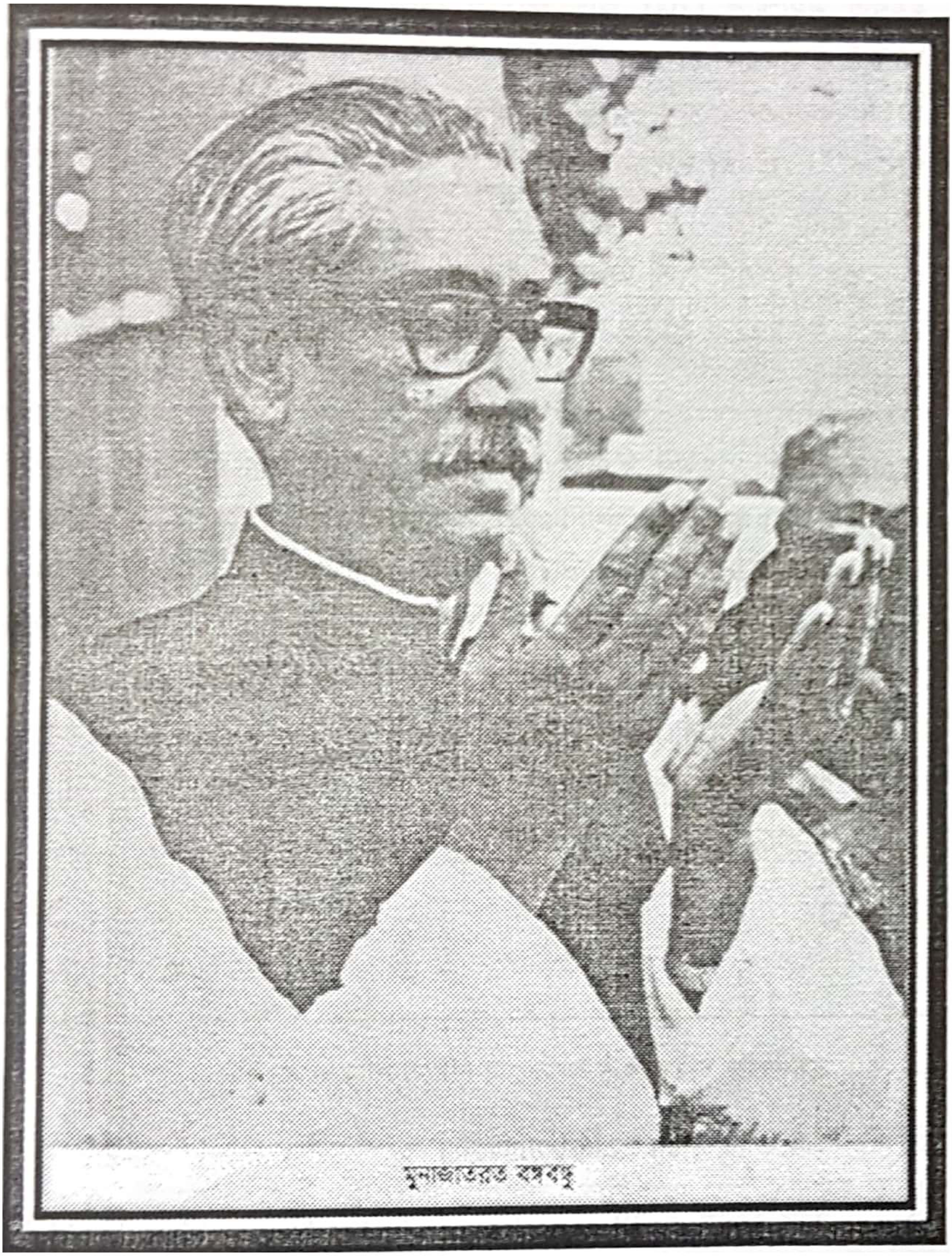

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর জীবনে বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে অনেক আশ্চর্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন। আমরা জানি তায়েফের অধিবাসীদের ধ্বংস করতে প্রস্তাব আসলে তিনি বলেছিলেন না, না, তারা বেঁচে থাকুক[১০]। কেননা তাদের বংশে সৎ ও মহত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং তারা পরে সত্য গ্রহণ করতে পারে। এবং নিজের স্বজাতির থেকে ঘোরতর বর্বরোচিজত আঘাত প্রাপ্তির পরও প্রার্থনা করেছন "হে প্রভু! আমার স্বজাতিকে সুমতি দান কর, তাদের উপর রাগ করনা, কারণ তারা অজ্ঞ"[১১]।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তৌহিদের বাণী প্রচারে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আপোষের আশ্রয় নেননি। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করলেও বিধর্মীদের প্রতি তিনি কোন দিনও অমানবিক আচরণ করেননি। বলা বাহুল্য ইসলামের সাথে সম্পর্কে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেও পৌত্তলিকদের সাথে সম্পর্কে কোন আপোষ করার পরিচয় দেননি। হাদীসে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন "আমি পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই একথা ঘোষণা না করে[১২]।

---

১০. ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ।

১১. আলমগীর ক্ষীরদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

১২. আল হাদীস ও "War and peace in the low of klam by Majid Khedduri".